**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা

**বিষয়: মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার (এপ্রিল, ২০২২ মাসের) সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | **মোঃ এহছানে এলাহী**<br>সচিব<br>শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| সভার তারিখ | : | ১০.০৫.২০২২ |
| সময় | : | সকাল ১১.৩০ ঘটিকা |
| সভার স্থান | : | মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ |
| উপস্থিত সদস্য | : | পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য |

উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে সভাপতি কর্তৃক স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচনা শুরু হয়। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়)-কে আহবান জানান। সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়) সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী এপ্রিল, ২০২২ মাসের দপ্তর/সংস্থার তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন।

২। সভা কর্তৃক ১৩.০৪.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধন বা সংযোজন-বিয়োজন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। অতঃপর বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

| ক্র: নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নে/ কার্যক্রম গ্রহণে |
|---|---|---|---|
| ২.১ | **বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ**<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা শ্রম অধিদপ্তরাধীন মাঠপর্যায়ের দপ্তরে দাপ্তরিক/ব্যক্তিগত কাজে গেলে রোপিত বৃক্ষের সাম্প্রতিক অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।<br><br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা বিভিন্ন অঞ্চলে দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত কাজে গেলে রোপিত বৃক্ষের সাম্প্রতিক অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করছে। | (ক) মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কোনো কর্মকর্তা বিভিন্ন অঞ্চলে দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত কাজে গেলে রোপিত বৃক্ষের সাম্প্রতিক অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। | মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ/ সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ |
| ২.২ | **শূন্যপদে বিবরণ ও জনবল নিয়োগ**<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৩৮তম বিসিএস হতে নিয়োগের লক্ষ্যে দুই ধাপে মোট ১০৯টি পদের অধিযাচন প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে ৯০টি পদের সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট ১৯টি পদে ৩৮তম বিসিএস হতে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। দুই দফায় মোট ৫৫ জন সুপারিশ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) পদে ৩৫ জনকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে বিপিএসসি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখের বিপিএসসি কর্তৃক সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ১৫ জন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ২২ জন, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৮ জনের সুপারিশ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০ জন শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) মধ্যে ১৩ জন ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন। ৯ম গ্রেডের সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৪টি এবং ১০ম গ্রেডের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ৩৮টি, শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) ১৮টি, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ১৩ টিসহ সর্বমোট ৭৩টি পদ শূন্য রয়েছে□ ১৩-২০তম গ্রেডের ৪১টি শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে□ পরিচ্ছন্নতা কর্মী-২৪ জন এবং মালী-০১ জনকে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০১৪ সালে অস্থায়ীভাবে সৃজিত ৬৭৯টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ অদ্যাবধি সংরক্ষণ ও স্থায়ী হয়নি□ শ্রম ও | সকল দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। | মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ/ অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ যুগ্মসচিব (সংস্থাপন) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কাজ করছে□ ৭৬টি অফিস সহায়ক পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপনের লক্ষ্যে শিগগিরই শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।<br>নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ডে নতুন সৃজিত ২টি পদ শূন্য রয়েছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিয়োগবিধি সংশোধনের পর সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুয়ায়ী অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি পদে পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে। উচ্চমান সহকারী/প্রধান সহকারী-এর ০১টি পদ শূন্য রয়েছে। ২২-০৯-২০২১ তারিখ বিভাগীয় পদোন্নতির জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিগগির শূন্য পদ পূরণের জন্য সভা আহবান করা হবে।<br>শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার সভায় জানান, শ্রম আদালতসমূহে বর্তমানে ২৭টি শূন্যপদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির ২টি, ৩য় শ্রেণির ১৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২টি। রংপুর শ্রম আদালতের ৫টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ/বাছাই কমিটির সভা বিগত ২০-০৪-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরিশাল শ্রম আদালতের ৫টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত মন্ত্রনালয় কর্তৃক ছাড়পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত হওয়া ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩টি শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত অতিসত্বর পুনরায় ছাড়পত্রের প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। | | |
| ২.৩ | **দপ্তর/সংস্থার APA বাস্তবায়ন পর্যালোচনা**<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে। দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়।<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে APA চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় প্রধানের সমন্বয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করা হয় এবং APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এর সভার কার্যবিবরণী নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।<br>নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, 'নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক "চিংড়ি" শিল্প সেক্টরের খসড়া সুপারিশ বাংলাদেশ গেজেটে (অতিরিক্ত সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়েছে।<br>কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচলক সভায় জানান, APA ২০২১-২০২২ ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সূচক অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এর প্রতিবেদন প্রমাণকসহ মন্ত্রণালয়ের APA কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।<br>বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সভায় জানান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন APA কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী APA লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>সভাপতি দপ্তর/সংস্থার যে-যে বিষয়ে APA-র লক্ষ্যমাত্রা এখনও অর্জিত হয় নাই, সেসব বিষয়ে আগামী ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। | (ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।<br>(খ) দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের বাজেট অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।<br>(গ) দপ্তর/সংস্থার যে-যে বিষয়ে APA-র লক্ষ্যমাত্রা এখনও অর্জিত হয় নাই, সেসব বিষয়ে আগামী ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। | অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ উপসচিব (বাজেট) |
| ২.৪ | **ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন:**<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক সকল নথি ই-ফাইলে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন ও পত্র জারি ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। আইসিটি সেল কর্তৃক কোন ছক প্রেরণ করা হয়নি।<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ১০০% পত্র ই-ফাইলিং এর | (ক) সকল নথি ই-ফাইলে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন ও পত্র জারি নিষ্পন্ন করতে হবে।<br>(খ) আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদানকৃত | অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম এনালিস্ট |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় এবং হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদানকৃত ছক মোতাবেক এপ্রিল/২০২২ মাসের ই-ফাইলের তথ্যাদি সংযুক্ত করে ০৯-০৫-২০২২ তারিখ মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।<br><br>নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ডে প্রাপ্ত পত্র ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ১০০% নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আপডেট করে ওয়েবসাইটে দেওয়া হয় এবং পরিবীক্ষণ কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।<br><br>শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রতিনিধি সভায় জানান, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে সকল নথি ই-ফাইলে উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদন ও পত্রজারী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।<br><br>কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক সভায় জানান, কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক ফ্রন্টডেস্ক হতে প্রাপ্ত সকল ডাক ই-ফাইলে আপলোড করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।<br><br>বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আর্থিক নথি ব্যতীত সকল নথি ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়। | ছক মোতাবেক ই-ফাইলের তথ্যাদি আইসিটি সেলে প্রেরণপূর্বক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | |
| ২.৫ | **সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন:**<br>সকল দপ্তর/সংস্থা সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়। | (ক) সকল দপ্তর/সংস্থাকে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করতে হবে।<br>(খ) সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করতে হবে। | অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/সিস্টেম এনালিস্ট |
| ২.৬ | **অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ**<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে ৫৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে রির্সোস পার্সন হিসেবে রাখা হয় এবং তা অব্যাহত রাখা হবে।<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী এপ্রিল/২০২২ মাসে ১১১ জন কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে রির্সোস পার্সন হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়।<br><br>নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক এপ্রিল,২০২২ মাসে ১০ জনকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।<br><br>বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সভায় জানান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইন-হাউজ ২য় পর্ব (কোয়ার্টার) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাকে রির্সোস পার্সন/পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখা হয়েছে।<br><br>কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক সভায় জানান, কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৬০ ঘণ্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | (ক) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থাকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের অন্তত একজন কর্মকর্তাকে রির্সোস পার্সন/পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখতে হবে।<br><br>(খ) কীভাবে তদন্ত কার্যসম্পন্ন ও প্রতিবেদন লিখতে হয় তার ওপর ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। | অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ উপসচিব (প্রশিক্ষণ) |
| ২.৭ | **উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:**<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক সেবা সহজীকরণ হিসেবে LIMA'র মাধ্যমে অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত ঝুঁকি স্ব-মূল্যায়নের জন্য একটি ওয়েবসাইটে 'ডাইফ OSH ই-টুল' বাস্তবায়ন। ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে এপ্রিল, ২০২২-এর মধ্যে ৩টি কর্মশালা এবং ০৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে।<br><br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিজিটাল সেবা হিসেবে "অনলাইনে ট্রেড | (ক) APA লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।<br><br>(খ) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতকে বিবেচনায় রেখে উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে<br><br>(গ) কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর ফরম সহজীকরণ | অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/সিস্টেম এনালিস্ট |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন গ্রহণ ও প্রত্যয়ন প্রদান ‘mygov platform এর আওতায়; উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে "গ্রন্থাগারে রিপ্রোগ্রাফী সেবা প্রদান’ এবংসেবা সহজীকরণ হিসেবে ‘শ্রমিক প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহের ই-সার্টিফিকেট প্রবর্তন" বাস্তবায়ন করা হয়েছে।<br><br>বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সভায় জানান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৪র্থ শিল্প বিল্লব সংক্রান্ত ১টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।<br>কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক সভায় জানানকেন্দ্রীয় তহবিলের ‘শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ’ শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণার পাইলটিং বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ৪র্থ শিল্প বিল্লবের অভিঘাতকে বিবেচনা রেখে মে ২০২২ মাসে কর্মশালার আয়োজন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। | করতে হবে। এ বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে তা সম্পন্ন করতে হবে।<br><br>(ঘ) মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। | |
| ২.৮ | **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি:**<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চলমান ২১টি অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব ০১-০১-২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের জন্য অধিদপ্তরের ১জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি অডিট অধিপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছেন।<br><br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬টি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১৭টিসহ মোট ৩৩ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের ০৫ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শ্রম অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন দপ্তরের যে সকল অডিট আপত্তির ক্যাটাগরি একই ধরনের সেগুলো একই অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করে ০১টি অডিট আপত্তি হিসেবে গণ্য করায় ইতোপূর্বে উল্লিখিত অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩৭ এর স্থলে প্রকৃতপক্ষে ৩৩টি নির্ধারণ করা হয়েছে।<br>কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক সভায় জানান, কেন্দ্রীয় তহবিলে গত বছর জুলাই মাসে “আতা করিম এন্ড কোং” অডিট ফার্ম দ্বারা ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম কোন অডিট আপত্তি ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থ বছর সম্পন্ন হলে পুনরায় অডিট কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।<br>নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ডে কোনো অডিট আপত্তি নাই।<br>বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সভায় জানান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে | (ক) সকল দপ্তর/সংস্থা স্ব-স্ব অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণসহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।<br><br>(খ) অডিট অধিদপ্তরের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে।<br><br>(গ) শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের অডিটের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ উপসচিব (বাজেট) |
| ২.৯ | **বাজেট:**<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হচ্ছে। ৪র্থ কোয়াটারে ৬টি ইজিপি টেন্ডারের কাজ চলমান। MTBF বাজেট ৩ বছর অনুযায়ী ভাগ করা হয় এবং BMC সভায় উপস্থাপন করা হয়।<br><br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক Procurement of Computers & related accessories সরবরাহের লক্ষ্যে গত ১৩/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে e-GP তে দরপত্র আহ্বান পূর্বক আলোকিত বাংলাদেশ ও Daily Industry পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।<br>নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।<br>শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালে প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। | (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(খ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।<br>(গ) মধ্যমেয়াদি বাজেট পরিকল্পনা (MTBF) ৩ (তিন) বছর অনুযায়ী ভাগ করে পেশ করতে হবে এবং এ বিষয়ে BMC সভায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। | অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ উপসচিব (বাজেট)/ উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | মধ্যমেয়াদি বাজেট পরিকল্পনা (MTBF) ৩ (তিন) বছর অনুযায়ী ভাগ করে পেশ করা হয়ে থাকে। | | |
| ২.১০ | **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি:**<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ৩১৬টি অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং ৩১৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে।<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তরে এপ্রিল, ২০২২ মাসে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়।<br>নিম্নতম মজুরী বোর্ডে ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। | (ক) দপ্তর/সংস্থাকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে।<br>(খ) সকল দপ্তর/সংস্থা প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সংখ্যা উল্লেখসহ তথ্য প্রদান করতে হবে। | অধিকদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত) |
| ২.১১ | **আদালতের মামলা সংক্রান্ত**<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন মামলা ১৫১টি, সরকারের পক্ষে রায় ৫৮টি, সরকারের বিপক্ষে রায় ০৭টি, শুনানি পর্যায়ে ১৫১টি মামলা। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেলে শ্রম আদালতে আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ১৯৫টি রীট, ২টি কনটেম্পট, ১টি সুয়োমুটো মোট ১৯৮টি মামলা মন্ত্রণালয়ের Software-এ entry দেওয়া হয়েছে।<br><br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫২টি রীট মামলাসমূহের তথ্য এন্ট্রি দেয়া আছে। তারমধ্যে ১৪১টি মামলা অনিষ্পন্ন, ১৪টি মামলা নিষ্পন্ন, ১৪১টি মামলা শুনানির পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিটি শ্রম আদালতের জন্য পৃথক পৃথক প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের লক্ষ্যে ভেটিং/মতামত প্রদানের জন্য শ্রম অধিদপ্তরের ০৯-০২-২০২২ তারিখের যথাক্রমে আইন ও বিচার বিভাগ এবং অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।<br><br>নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, বোর্ডের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নাই। | (ক) মোট কতটি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, কতটির রায় হয়েছে, কতটির শুনানি পর্যায়ে রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে রায়ের তথ্যাদি, মহামান্য হাইকোর্ট, আপীল আদালত, জজ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্যাদি ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br>(খ) প্রতিটি শ্রম আদালতের জন্য পৃথক পৃথক প্যানেল আইনজীবী/আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতিটি আদালতে রেজিস্ট্রার কর্তৃক আদালতের মামলা সম্পর্কিত কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।<br>(গ) শ্রম অধিদপ্তরের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। | অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/সহকারী সচিব (আইন)/সিস্টেম এনালিস্ট |
| ২.১২ | **মামলা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার প্রস্তুত**<br>মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখার জন্য সভাপতি একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। | মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করতে হবে। | অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/সহকারী সচিব (আইন)/সিস্টেম এনালিস্ট |
| ২.১৩ | **কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/**লাইসেন্স নবায়ন ও **কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ:**<br>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক সভায় জানান, ২০২১-২২ অর্থবছরে এপ্রিল/২০২২ মাসে (অনলাইন ও ম্যানুয়ালি) ১হাজার ১শত ৪৮ টি লাইসেন্স প্রদান এবং ১হাজার ১শত ৬৬টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল/২২ পর্যন্ত মোট লাইসেন্স প্রদান ৭ হাজার ৮ শত ৭৭ টি এবং নবায়ন ৩০ হাজার ৪ শত ৫৭টি। ২০২১-২২ অর্থবরে এপ্রিল/২২ মাসে অনলাইনে প্রাপ্ত নতুন লাইসেন্স প্রদান (আবেদন জেরসহ ৩৯৩টি , অনুমোন ১০৭টি, ও নবায়নের (আবেদন জেরসহ ৪৪টি অনুমোদন ০টি)। ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত নতুন লাইসেন্স প্রদান (আবেদন জেরসহ ১ হাজার ১ শত ৫৯টি, অনুমোদন ১ হাজার ১ শত ৪৮টি ও নবায়নের (আবেদন জেরসহ ১ হাজার ১ শত ৬৯টি, অনুমোদন ১ হজার ১ শত ৬৬টি) (নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন) তথ্যাদি। লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। LIMA-এর মাধ্যমে ১০০% লাইসেন্স প্রদানের জন্য গত ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। আশা করছি জুন/২০২২ এর মধ্যে শতভাগ লাইসেন্স LIMA অর্থাৎ online license দেয়া সম্ভব হবে। | কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের আবেদন পাওয়া গেছে তার মধ্যে হতে কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে তা উল্লেখ করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২.১৪ | **ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন:**<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানানা, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক এপ্রিল, ২০২২ মাসে ২৫৫টি আবেদনের মধ্যে ৪৬টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ০১টি আবেদন আদালতের নির্দেশে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ০১টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, ০১ টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে, ২০৭টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।<br>এপ্রিল, ২০২২ মাসে শ্রম অধিদপ্তরের অধিন কোনো সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।<br>উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে সভাপতি চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। | (ক) শ্রম আইন/শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।<br>(খ) উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে চা-শ্রমিক ইউনিয়ন সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে অন্যান্য সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। | মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর |
| ২.১৫ | **শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি**<br>শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রতিনিধি সভায় জানান, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালতসমূহের এপ্রিল, ২০২২ মাসে ২৪ হজার ৯ শত ৪৯টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, ৪২৮টি মামলা দায়ের এবং ৭৬৫টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে । | (ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(খ) নবসৃষ্ট তিনটি শ্রম আদালতের অধিক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের নিকট সুনির্দিষ্ট মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। | উপসচিব, আদালত শাখা/রেজিস্ট্রার, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল |
| ২.১৬ | **মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ**<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে চাহিত ১২টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তর হতে ০৯ টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ''টাইপ ফাউন্ড্রি'' শিল্প সেক্টরের বর্তমানে অস্তিত্ব নেই এবং উক্ত শিল্প সেক্টরটি বিলুপ্ত করা যেতে পারে মর্মে মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০২ টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ১) কৃষি ও গৃহ কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক ব্যতিত অদক্ষ ও তরুন শ্রমিক শিল্প সেক্টরের শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা থেকে পাওয়া গিয়াছে, মালিক প্রতিনিধির মনোনয়নের জন্য বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকাকে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। ২) পেট্রোল পাম্প শিল্প সেক্টরের শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা থেকে পাওয়া গিয়াছে এবং মালিক প্রতিনিধির মনোনয়নের জন্য বিভাগীয় শ্রম দপ্তর খুলনার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।<br>শ্রম অধিদপ্তরের ২৩-১০-২০১৯ তারিখের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। | (ক) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। | মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ উপসচিব (মজুরি)/সচিব, নিম্নতম মজুরী বোর্ড |
| ২.১৭ | **বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান**<br>বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সভায় জানান, যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। অতীতে প্রাপ্ত দরখাস্তসহ দৈনন্দিন প্রাপ্ত দরখাস্ত নিয়মিত রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল কর্তৃক এপ্রিল, ২০২২ অর্থ আদায় ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; ২৪তম বোর্ড সভায় ২ হাজার ৬৪৫ জন শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান কার্যক্রম চলমান। ফাউন্ডেশনে বর্তমান সর্বমোট স্থিতি পরিমাণ ৬৭৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা | (ক) অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br>(খ) তালিকা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন DIFE ও DOL থেকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মেনে নিয়মিতভাবে অর্থ আদায়ের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। | মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন |
| ২.১৮ | **কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান**<br>কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক সভায় জানান, কেন্দ্রীয় তহবিলে এপ্রিল, ২০২২ মাসে নিম্নোক্ত পরিমাণে অর্থপ্রাপ্তি ও অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অর্থপ্রাপ্তি ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৬৬ টাকা। ১৬তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত ১৮৫৭ জন শ্রমিকের আর্থিক সহায়তা বাবদ প্রায় ২০ কোটি ২৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা অনুদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্থিতির পরিমাণ (এফ.ডি.আর সহ) ২২৭ কোটি ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৭২টাকা। | (ক) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ হতে অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br>(খ) কেন্দ্রীয় তহবিলের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে দ্রুত কমিটি গঠন করে আইন প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল |
| ২.১৯ | **শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ**<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসারগণের কেন্দ্রে উপস্থিতি ও মাঠ পর্যায়ের স্ব-স্ব বিভাগীয় পরিচালকগণ সরাসরি তদারক করেন। এছাড়াও পরিচালক, মেডিকেল কেন্দ্রে | (ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। | মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | প্রদানকৃত বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং করেন। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে শ্রম অধিদপ্তরের ০১-১১-২০২১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পুনরায় শ্রম অধিদপ্তরাধীন সকল দপ্তরে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে | | |
| ২.২০ | **অনিষ্পন্ন বিষয়াদির তথ্য**<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, নারায়ণগঞ্জের অনুকূলে ০১টি নতুন মাইক্রোবাস ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে গত ৩০-০৩-২০২২ তারিখের ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান চেয়ে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তির পর গাড়ী ক্রয় করা হবে।<br>সভাপতি বলেন, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২০ বিষয়ে গাইড লাইন রিভিউ, অপারেশনাল বাজেট এবং এ সংক্রান্ত ডাটাবেইজ তৈরি করে উপসচিব (শ্রম)-এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করবেন। বর্তমানে উপসচিব (শ্রম) ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদের এসিআইডি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ছুটিতে থাকবেন। এজন্য সভাপতি এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি জনাব ফারজানা সুলতানা, উপসচিব (নিম্নতম মজুরী বোর্ড)-কে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। | (ক) মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার যে বিষয়গুলি অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br>(খ) রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২০ বিষয়ে গাইড লাইন রিভিউ, অপারেশনাল বাজেট এবং এ সংক্রান্ত ডাটাবেইজ তৈরি করে উপসচিব (শ্রম)-এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ উপসচিব (শ্রম) |
| ২.২১ | **বিবিধ**<br>শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান (ক) পুরানো শ্রম ভবনের অফিস স্থানান্তরের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহকে নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত গত ০৭-১১-২০২১ খ্রি. তারিখের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, পুরানো শ্রম ভবন থেকে বিদ্যমান অফিসসমূহ স্থানান্তর না করলে যদি কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এবং জানমালের ক্ষতি হয় তাহলে মন্ত্রণালয় দায়ী থাকবে না।<br>(খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে গত ২১-৩-২০২২ তারিখে শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকায় অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনের Condemnation সংক্রান্ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয় এবং গত ২০-০৪-২০২২ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর পূণরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।<br>(গ) শ্রম অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং-কে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের ১২-০১-২০২২ তারিখের ০৮ জন কর্মকর্তাকে সংযুক্ত করা হয়েছে।<br>(ঘ) শ্রম ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ও রুমে (১) শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় (২) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় এবং (৩) বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা'র দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল রুমে আসবাবপত্রসহ কম্পিউটার ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এমতাবস্থায়, বাস্তবতার নিরিখে ভবনে রুম খালি করা সম্ভব হচ্ছে না। | (ক) পুরানো শ্রম ভবনের অফিস স্থানান্তরের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহকে নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।<br>(খ) পুরনো শ্রম ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে কি-না সে বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে পত্র দিতে হবে।<br>(গ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং-কে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।<br>(ঘ) শ্রম ভবনে ২টি ফ্লোর নতুন অফিসের জন্য ব্যবহারের জন্য খালি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | অতিরিক্ত (প্রশাসন)/ মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/ উপসচিব (আদালত) |

৩। অতঃপর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**স্বাঃ/-**

**১২-০৫-২০২২**

**মোঃ এহছানে এলাহী**

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়